তারিখ 23 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

যুগান্তর

ছাত্রলীগের আলটিমেটাম

জাবিতে হলের প্রভোস্টসহ ৯ আবাসিক শিক্ষকের পদত্যাগ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আফম কামাল উদ্দিন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নজিবুর রহমানকে অপসারণের দাবিতে ওই হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর নেতৃত্বে স্মারকলিপি ও আলটিমেটাম দিয়েছে হলের শিক্ষার্থীরা। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পছন্দের প্রার্থীকে হলের ডাইনিংয়ে নিয়োগ প্রদান না করায় এ আলটিমেটাম দেয়া হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ওই হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নজিবুর রহমানসহ হল বডির ৯ জন শিক্ষকের সবাই পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগকারী অন্য শিক্ষকরা হলেন ওয়ার্ডেন এ এইচ এম সা'দত ও ড. মো. খোরশেদ আলম, আবাসিক শিক্ষক মো. ফকরুল হোসেন ও মো. মিজানুর রহমান এবং সহকারী আবাসিক শিক্ষক ড. মো. তাজউদ্দিন শিকদার, মো. মোজাম্মেল হোসেন, কাজী রাসেল উদ্দিন ও সুব্রত বণিক।

এর আগে মঙ্গলবার বেলা ১১টায় আফম কামাল উদ্দিন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মাহমুদুর রহমান জনির অনুসারী ছাত্রলীগ নেতা নোলক, মিনহাজ, জুয়েল, তানভীরসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীর নেতৃত্বে ভিসি অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন। তারা ২৬ মার্চের আগেই প্রভোস্টকে অপসারণ ও নতুন প্রভোস্ট নিয়োগের আলটিমেটাম প্রদান করেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, পদত্যাগ দাবির কারণ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আচরণ, খাবারের নিম্নমান, ওয়াইফাই সংযোগ না থাকা, হলের খেলার মাঠের সংস্কার না করা, হলের পুনর্মিলনীতে অসহযোগিতা, হলের সামনের দোকানগুলোতে খাবারের মান নিয়ন্ত্রণ করাসহ বিভিন্ন অভিযোগকে সামনে নিয়ে আসা হয়। তবে ছাত্রলীগ নেতাদের পছন্দের প্রার্থীকে হলের ডাইনিংয়ে নিয়োগ না দেয়ায় আফম কামাল উদ্দিন হলের ছাত্রলীগর নেতারা প্রভোস্টের বিরুদ্ধে পদত্যাগের দাবি তোলেন। এর আগেও ওই হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আবু দায়েনের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তার বিরুদ্ধেও পদত্যাগের দাবি করেছিল সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে ছাত্রলীগ নেতারা। তাদের দাবির মুখে ড. আবু দায়েন পদত্যাগের পর ২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিল নতুন প্রভোস্ট হিসেবে ড. নজিবুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনিও স্বস্তিতে কাজ করতে পারছিলেন না। সর্বশেষ হলের ডাইনিংয়ে একজন বাবুর্চির মৃত্যুর পর ওই পদ শূন্য হলে হলের ছাত্রলীগ নেতারা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু ডাইনিংয়ের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে অন্য একজনকে নিয়োগ দেন হল প্রভোস্ট। ফলে প্রভোস্টের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতাদের ঝামেলা বাড়তে থাকে। সর্বশেষ সোমবার রাত একটার দিকে ওই হলের কর্মরত শিক্ষকদের নামে নানারকমের অশ্লীল স্লোগান দিয়ে মিছিল করা হয়।